আফান্দীর গল্প

দৈব ষাঁড়

আফান্দীর গল্প

দৈব ষাঁড়

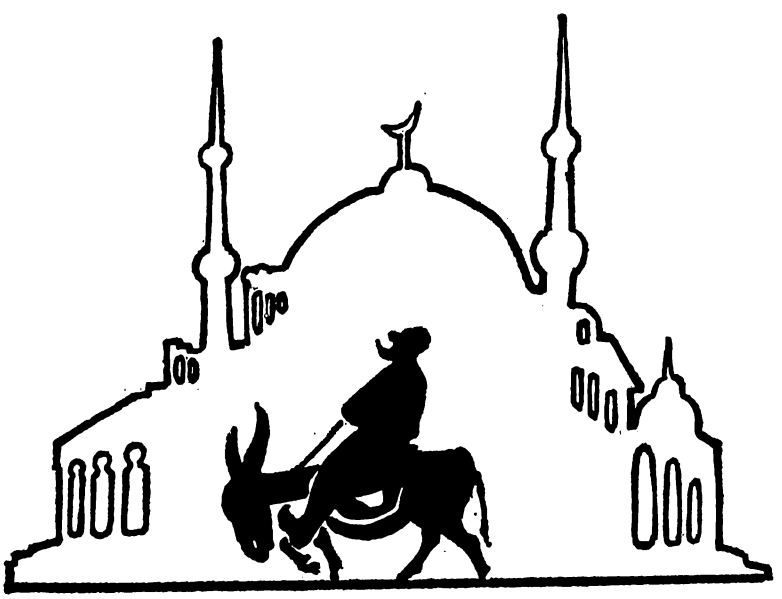

বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পেইচিং

প্রকাশকের কথা

নাসেরুদ্দীন আফান্দী চীনের সিনচিয়াং উইগুর জাতিসত্তার বহু লোক-কাহিনীর এক প্রবাদ-পুরুষ। ভালো-মন্দ বিচারে তার জোড়া মেলা ভার। সে একজন বিজ্ঞ, বিনয়ী ও রসিক ব্যক্তি। সারা চীনের ঘরে ঘরে আফান্দীর নাম উচ্চারিত হয়। তার সম্বন্ধে হাস্য-রসাত্মক কাহিনী শুধু চীনে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। "আফান্দী" একটি পদবী। কোন কোন দেশে তাকে নাসেরুদ্দীন হোজাও বলে আখ্যা দেয়া হয়।

মৌখিক লোক-সাহিত্য থেকেই আফান্দীর গল্প উৎপত্তি হয়েছে। এই সব গল্পে ব্যক্ত হয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধিক্কার, হঠকারিতা ও ছলনার প্রতি বিদ্রূপ এবং মেহনতী জনগণের চিন্তা-ভাবনা ও তাদের মধুর স্বপ্ন। শত শত বছর ধরে এই সব গল্প বিশ্বের বহু স্থানের জনগণকে আনন্দের খোরাক যুগিয়ে আসছে।

আফান্দী সম্পর্কে গল্পের সংখ্যা প্রচুর। বর্তমান পুস্তিকাতে মাত্র পাঁচটি গল্প চিত্রের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পগুলি ছোট হলেও রসিকতায় ভরা। এই পুস্তিকার ছবিগুলি এঁকেছেন চীনের বিখ্যাত কয়েকজন কার্টুন শিল্পী।

সূচীপত্র

দৈব ষাঁড়	(1)
পালোয়ান	(27)
চিকিৎসার পারিশ্রমিক	(32)
সুন্দর পোষাককেই খাওয়াচ্ছি	(37)
আমি যেন দিলাম	(41)

প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬
অনুবাদ : ইয়ু তিয়ানচৌ

প্রকাশনা : বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়
২৪, পাই ওয়ান চুয়াং , পেইচিং , চীন
পরিবেশনা : চীন আন্তর্জাতিক পুস্তক বাণিজ্য কর্পোরেশন
(কুওচি শুতিয়ান) পোস্ট বক্স ৩৯৯ , পেইচিং, চীন

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে মুদ্রিত

দৈব ষাঁড়

সম্পাদক ও চিত্রকর : মা ছাও

১. একদিন আফান্দী তার গাধায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একটি গ্রামের কাছে এল।

২. গ্রামে ঢুকবার মুখে সে দেখল কয়েকজন কৃষক একটি ষাঁড়ের পাশে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করছে।

৩. "তোমরা কি মুস্কিলে পড়েছো, ভাই? আমাকে বলো, সবাই মিলে ভেবেচিন্তে মুস্কিল আসান করা যাবে।" আফান্দী কৃষকদের বলল।

৪. কৃষকরা আফান্দীকে দেখে তাকে ঘিরে ধরে তাদের দুঃখের কথা বলল।

৫. গ্রামের কৃপণ ও ধূর্ত জমিদার জমিচাষের জন্য কৃষকদের তার এই ষাঁড়টি ভাড়া দিয়েছিল।

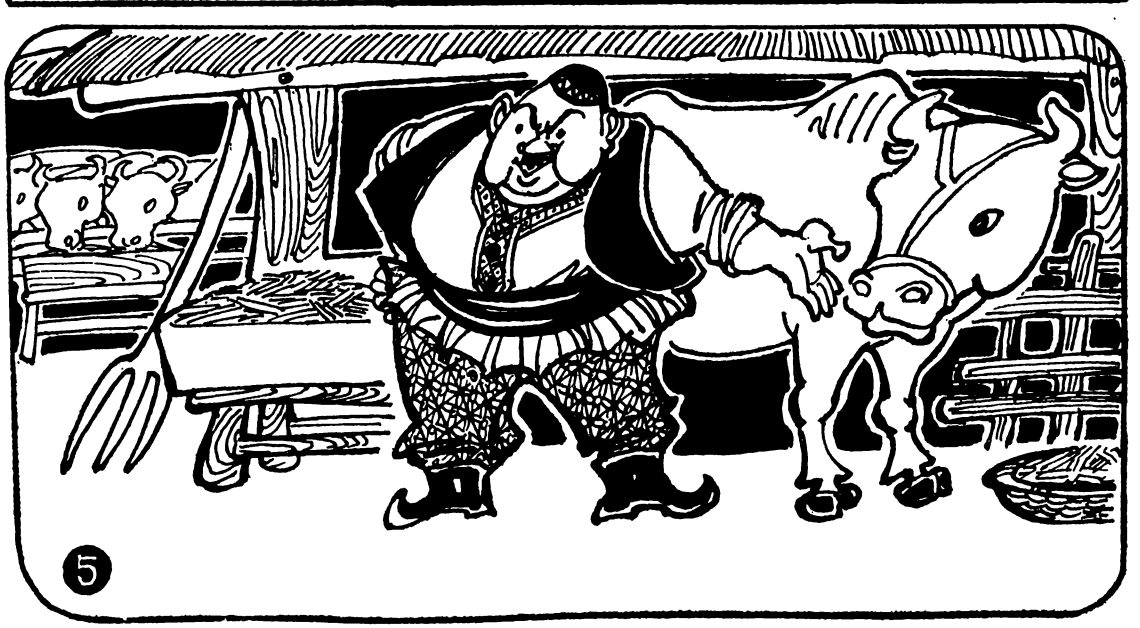

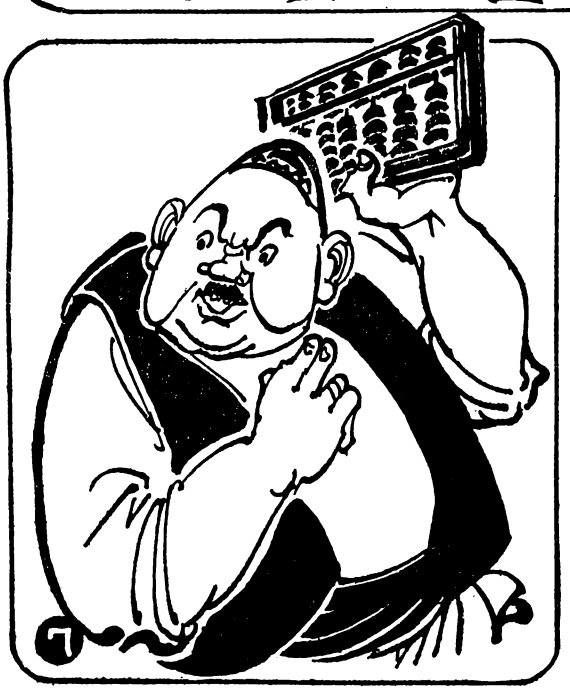

৬. ষাঁড় ভাড়া দেবার আগে জমিদারের একটি কড়া শর্ত ছিল — এক দিনের মধ্যেই গ্রামের সব জমি চাষ শেষ করতে হবে।

৭. প্রজারা জমিদারের এই শর্ত পালন করতে না পারলে ভাড়ার টাকা দ্বিগুণ হবে।

৮. গ্রামে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল বিরাট, এক দিনের মধ্যে মাত্র একটি ষাঁড়কে দিয়ে তা চাষ করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

৯. আফান্দী কৃষকদের কথা শুনে তাদের বলল, "চলো, জমিদারকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলি।"

১০. আফান্দী কৃষকদের নিয়ে জমিদারের বাড়ি এসে তাকে তাদের অসুবিধার কথা বলল। জমিদার কোন যুক্তি না মেনে বলল, "আমার ষাঁড় যেমন-তেমন ষাঁড় নয়, এর জোড়া আর কোথাও পাবে না। এ একটি দৈব ষাঁড়।"

১১. জমিদার আরো বলল, "তোমাদের যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমার ষাঁড়ের কথা তোমাদের বলি, শোনো।"

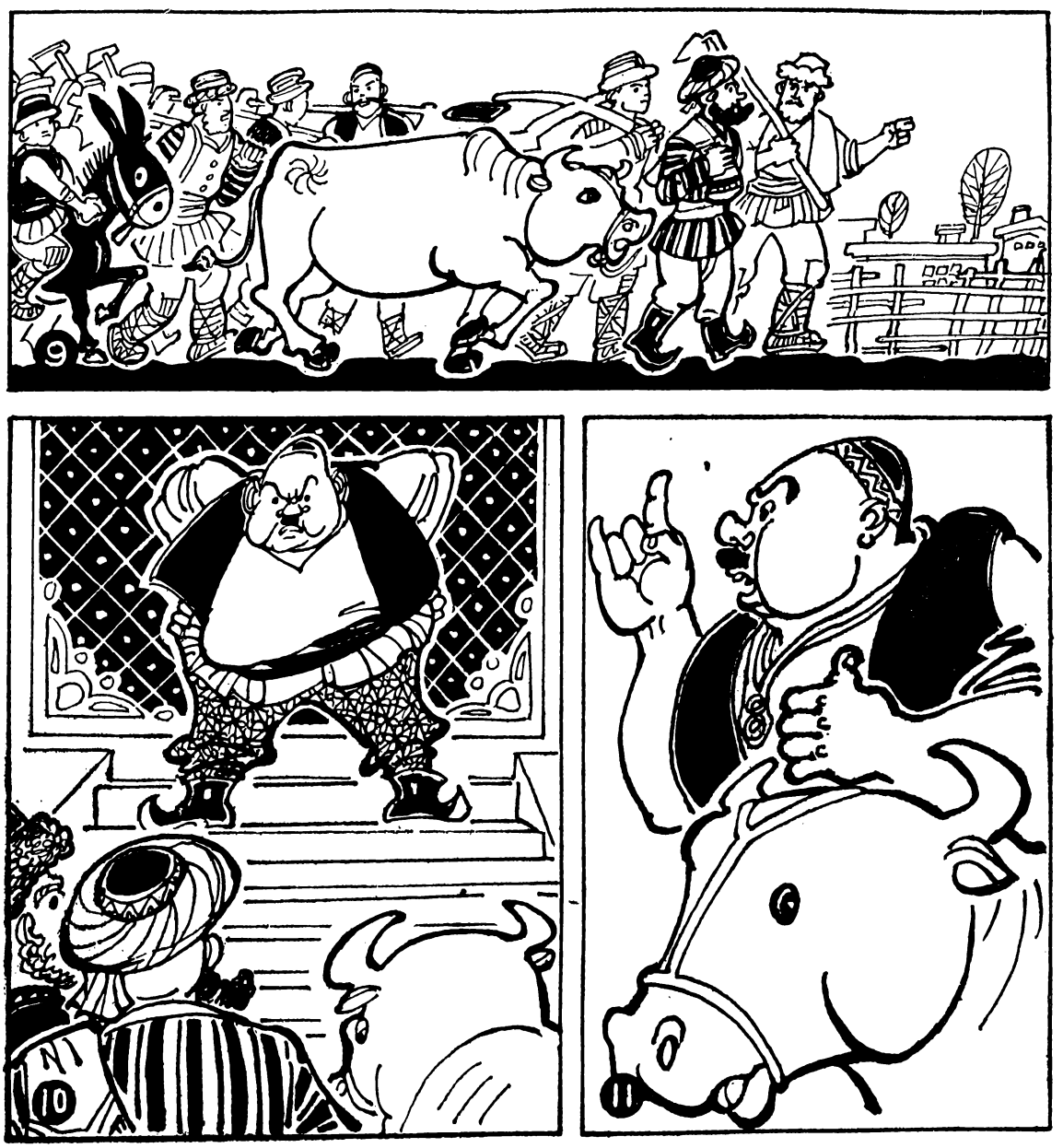

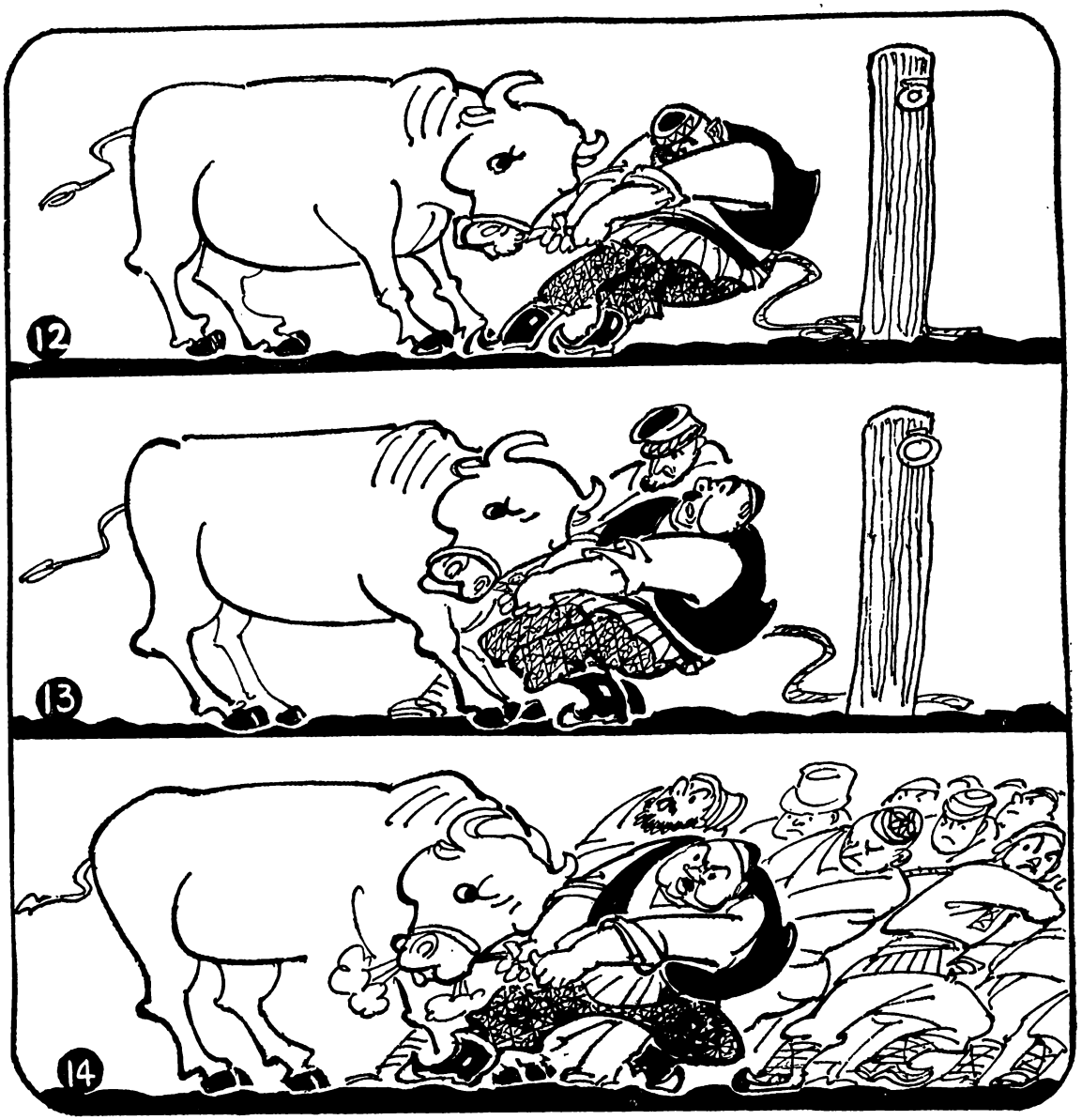

১২. জমিদার তার বানানো গল্প শুরু করল : "হাট থেকে আমি অনেক দাম দিয়ে এই ষাঁড়টি কিনে বাড়ি ফিরছিলাম। পথে হঠাৎ ষাঁড়ের মেজাজ বিগড়ে গেল। সে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি কোনো মতেই তাকে হাঁটাতে পারলাম না।

১৩. "আমাকে সাহায্য করবার জন্য একজন লোককে ডেকে আনলাম। দুইজনে মিলে ষাঁড়ের নাকের দড়ি টানাটানি করে তাকে একটুকুও সরাতে পারলাম না।

১৪. "তারপর দশ-বারো জন বলিষ্ঠ ছেলেদের ডেকে আনলাম। সবাই মিলে টানা সত্ত্বেও ষাঁড় এক পাও নড়ল না।

১৫. "শেষে আমি অনেকগুলো বড় ঘোড়া ও কয়েক শ' পালোয়ান দিয়ে ষাঁড়কে টেনে আনালাম। তখন আমি বুঝলাম, এই ষাঁড় একটি যেমন-তেমন ষাঁড় নয়, এ একটি দৈব ষাঁড়।

১৬. "এবার তোমরা ভেবে দ্যাখো, এই ষাঁড়কে দিয়ে এক দিনের মধ্যে গ্রামের সব জমি চাষ করানো যাবে না কেন?"

১৭. এ কথা শুনে আফান্দী জমিদারের মনের কথা বুঝতে পারল। সে ষাঁড়ের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে এই ষাঁড়টি সত্যিই একটি দৈব ষাঁড়।"

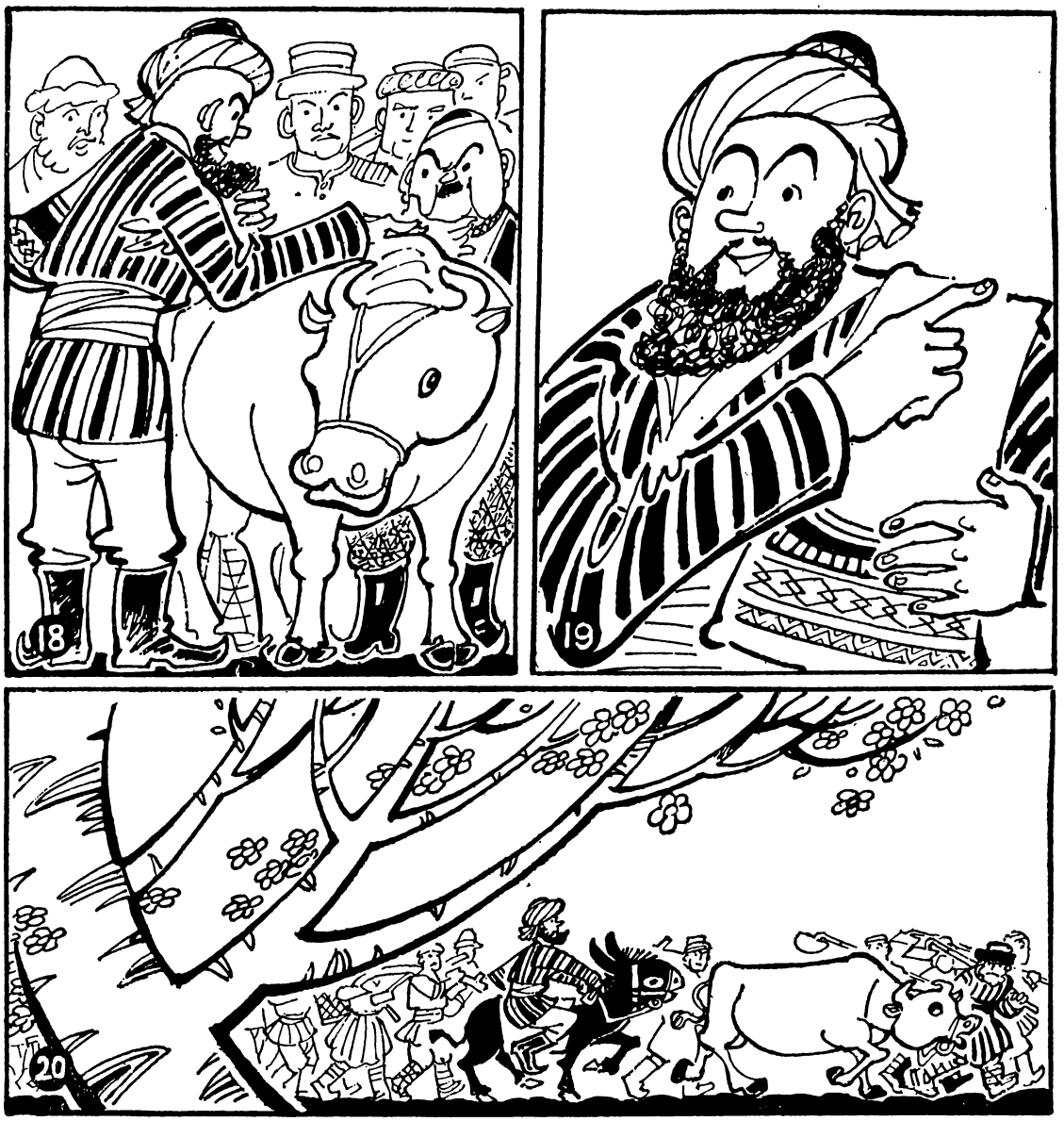

১৮. তারপর আফান্দী ষাঁড়ের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "হ্যাঁ, ঠিক তাই। এবার একে দিয়ে কাজ করানো যাবে।"

১৯. "হুজুরকে নিরাশ করা ঠিক নয়। আর সময় নষ্ট না করে চলো, কেমন করে জমি চাষ করবে তা নিয়ে আলোচনা করতে যাই।"

২০. আফান্দী ও কৃষকরা ষাঁড়টিকে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

২১. নিজের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে দেখে জমিদার খুব খুশী হল। সে মনে মনে ভাবল : সবাই বলে আফান্দী খুব বুদ্ধিমান, এবার আমি তাকে জব্দ করব।

২২. সন্ধ্যা হলে আফান্দী এবং কৃষকরা জমিদারের ষাঁড়টি জবাই করল। তারপর আগুনের পাশে বসে তারা খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গে ষাঁড়ের মাংস খেল।

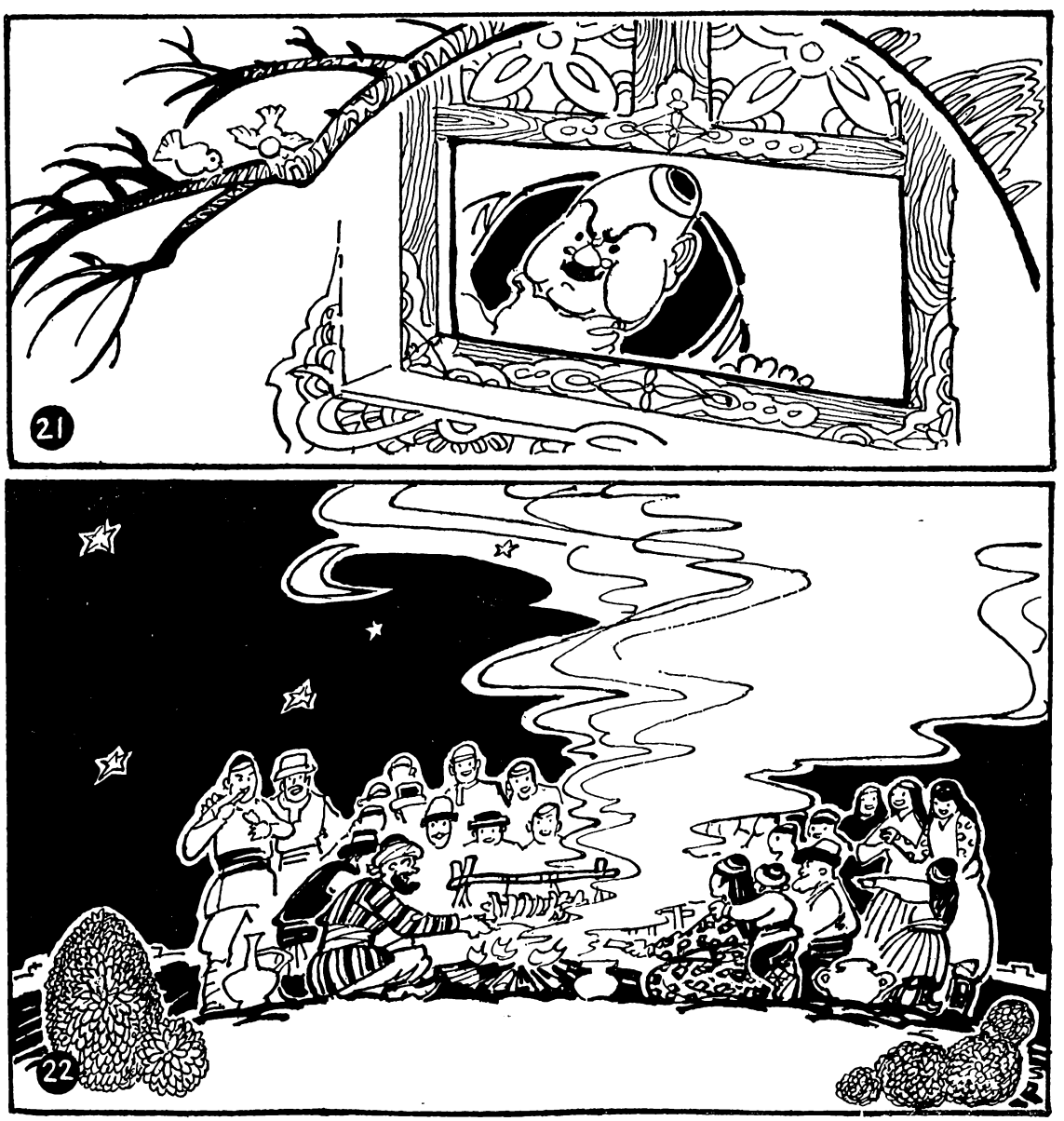

২৩. ষাঁড়ের মাংস ভোজের পর আফান্দী তার রবাব বাজাতে লাগল আর কৃষকরাও নাচ-গান শুরু করল। সবাই আনন্দে মেতে উঠল।

২৪. পরদিন, সকালে ক্ষেতে কাজ করতে যাবার সময় আফান্দী ও কৃষকরা এক বিরাট পাথর খণ্ড ঠেলতে ঠেলতে নদীর পাড়ে নিয়ে এল।

২৫. একটি লম্বা ও মোটা দড়ি দিয়ে আফান্দী পাথর খণ্ডকে বেঁধে কৃষকদের বলল দড়ির অন্য মাথা ধরে রাখতে।

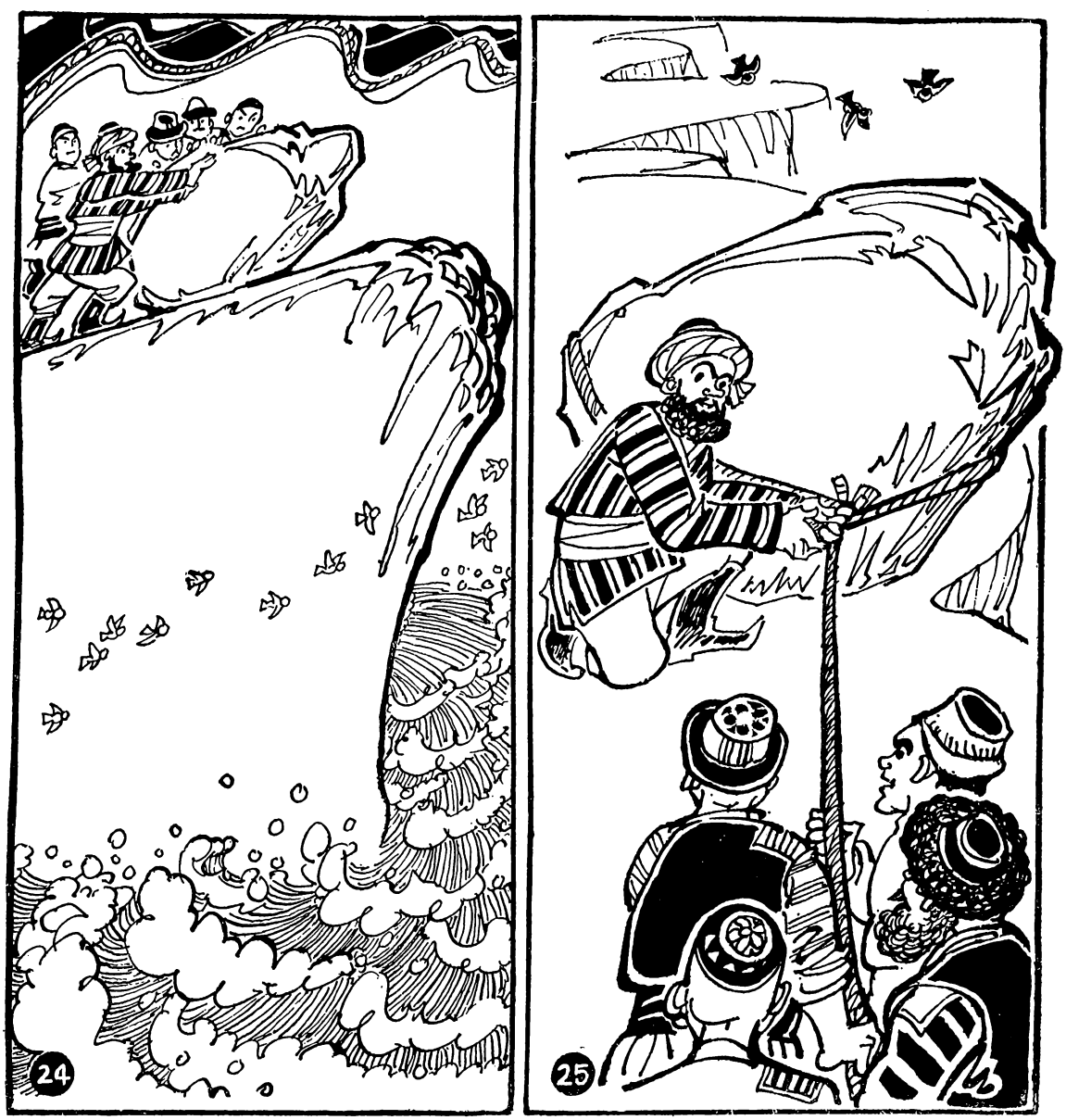

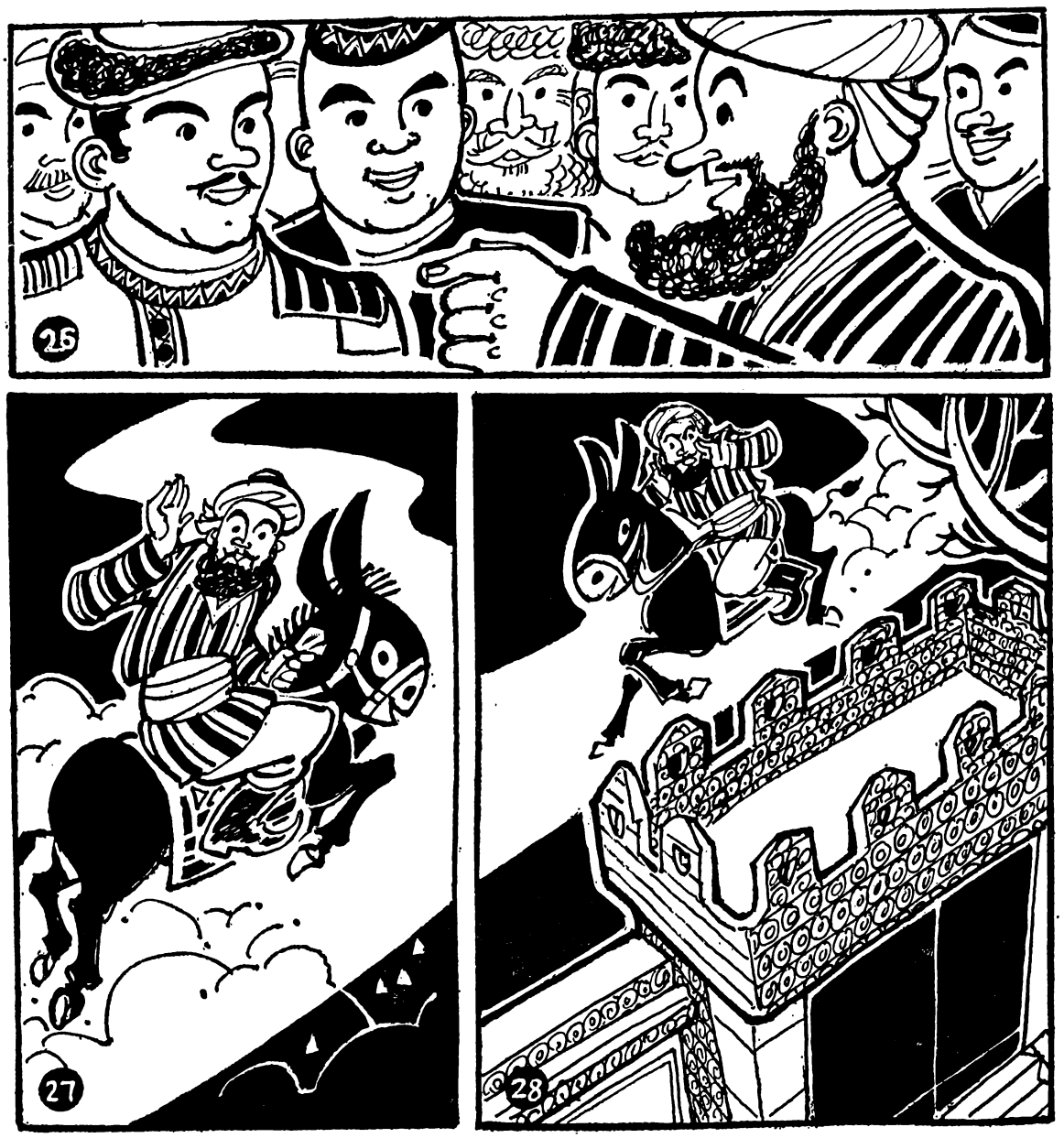

২৬. দড়ি মজবুত করে বাঁধা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে আফান্দী কৃষকদের বলল এরপর তাদের কি করতে হবে।

২৭. কৃষকদের সব বুঝিয়ে বলার পর আফান্দী তার গাধায় চড়ে জমিদারের বাড়ির দিকে চলল।

২৮. জমিদারের বাড়ির সামনে এসেই আফান্দী চীৎকার করে উঠল, "সর্বনাশ, সর্বনাশ। দৈব ষাঁড় তার গলার দড়ি ছিঁড়ে দৌড় দিয়েছে, ষাঁড় দৌড় দিয়েছে।"

২৯. জমিদার তার ঘরে বসে ষাঁড় ভাড়া দিয়ে তার লাভের হিসাব করছিল। এমন সময় আফান্দীর চীৎকার শুনে সে বাড়ির বাইরে এল।

৩০. "আমার দৈব ষাঁড়ের কি হয়েছে? সে এখন কোথায়?" জমিদার ক্ষিপ্ত হয়ে আফান্দীকে জিজ্ঞাসা করল।

৩১. আফান্দী যেন খুব হাঁপিয়ে গেছে এমন ভাণ করে জমিদারকে দৈব ষাঁড় কেমন করে তার গলার দড়ি ছিঁড়ে চলে গেছে তার বর্ণনা দিল।

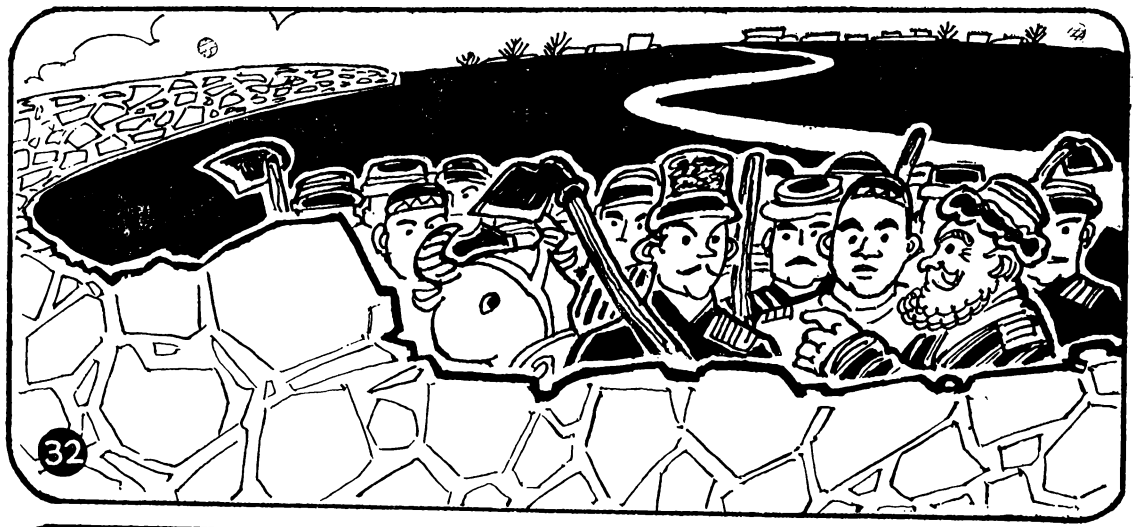

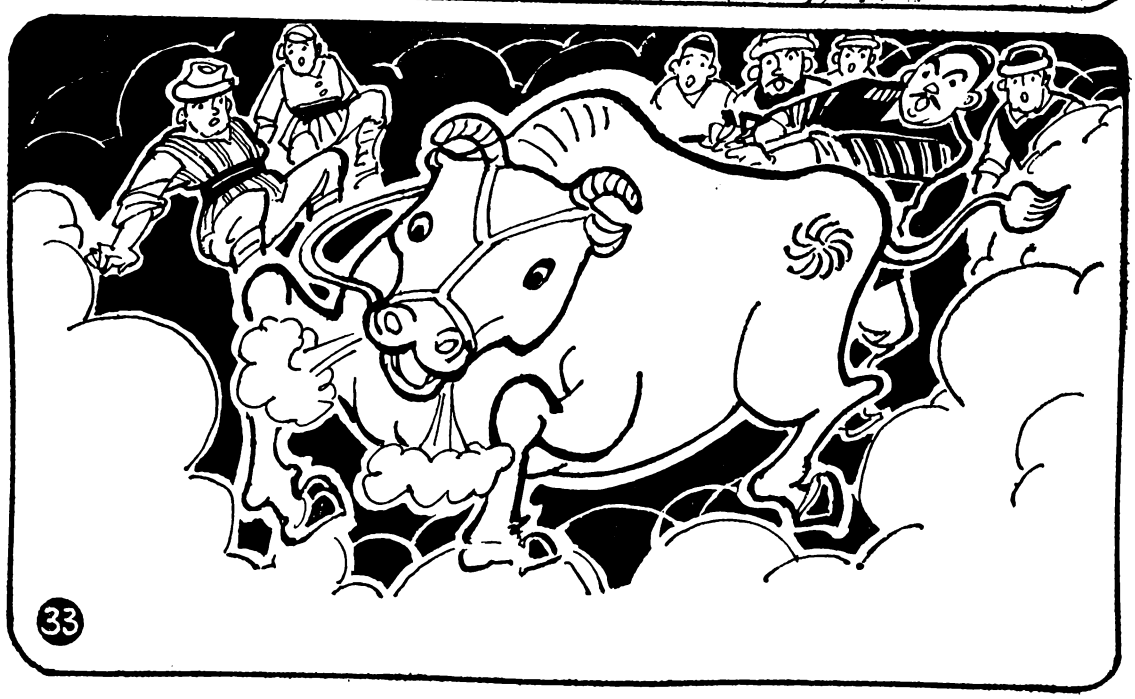

৩২. আফান্দী বলল, "আজ সকালে কৃষকরা আপনার দৈব ষাঁড়কে ক্ষেতে নিয়ে গিয়েছিল চাষ শুরু করতে। কেমন করে চাষ করা যাবে তা নিয়ে তারা যখন আলোচনা করছিল, তখন.....

৩৩. "হঠাৎ ষাঁড়ের মেজাজ গেল বিগড়ে। সে ঢুষিয়ে কয়েকজন কৃষককে ধরাশায়ী করে গলার দড়ি ছিঁড়ে দিলো দৌড়.....

৩৪. "দৈব ষাঁড় উল্কাবেগে দৌড়ে নদীর পাড়ের দিকে ছুটলো .....

৩৫. "কৃষকরা দৈব ষাঁড়কে ধরবার জন্য প্রাণপণে ধাওয়া করল .....

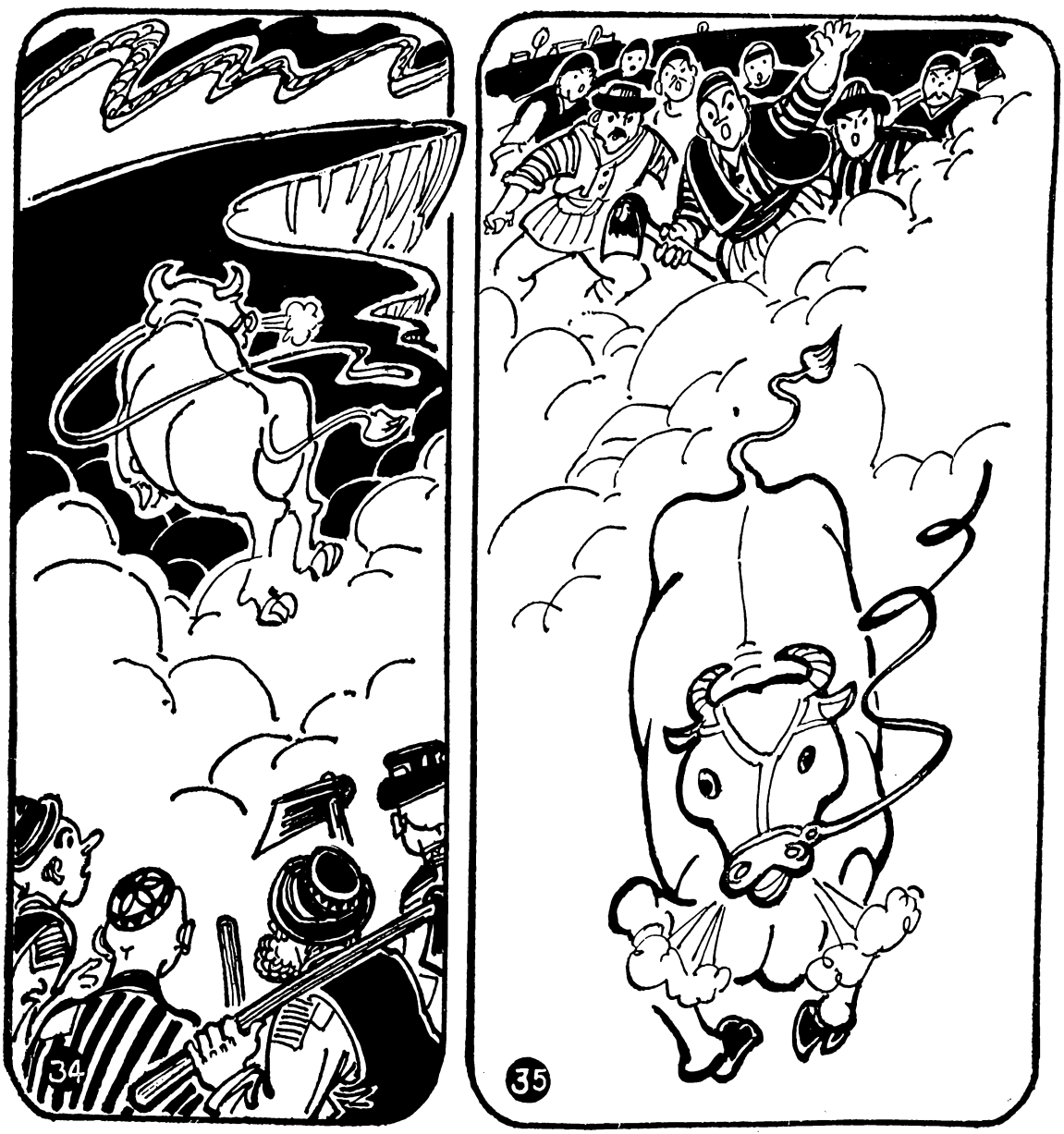

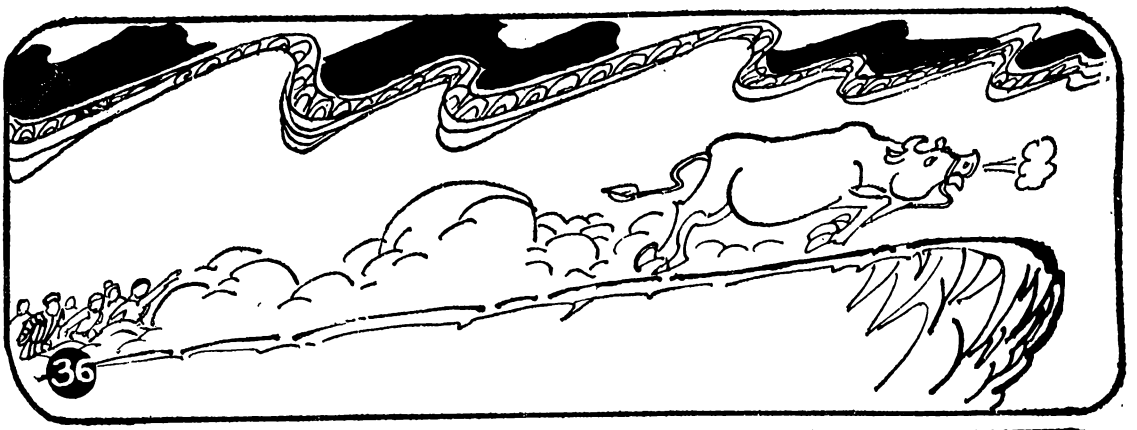

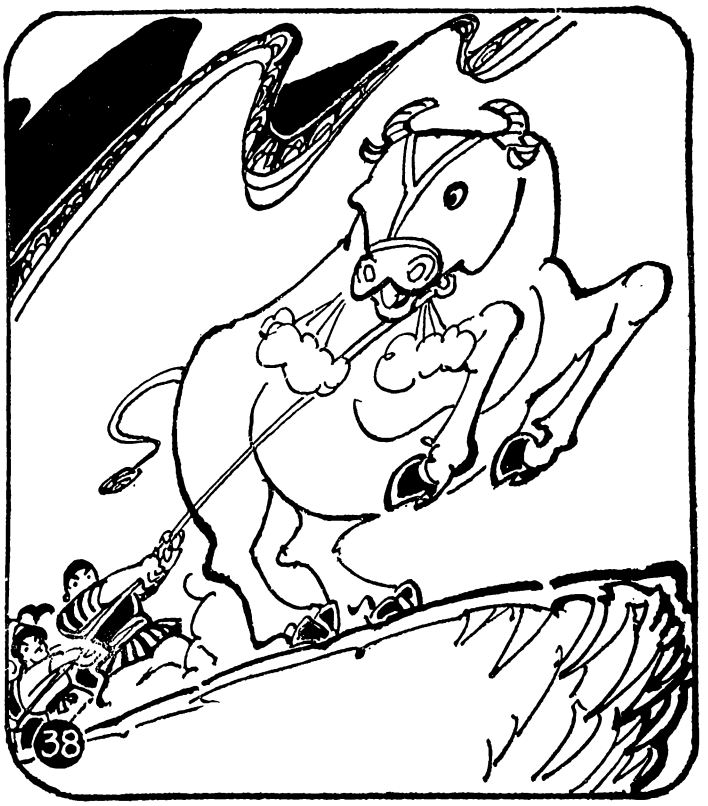

৩৬. "আপনার দৈব ষাঁড় দারুণ ছুটতে পারে। চোখের নিমিষে সে নদীর পাড়ে পৌঁছোল.....

৩৭. "দৈব ষাঁড় নদীর মধ্যে পড়ে যায় যায় এমন অবস্থা হলো .....

৩৮. "ঠিক সেই মুহূর্তে কৃষকরা এসে তার দড়ির মাথা ধরে ফেলল.....

৩৯. "কিন্তু আপনার দৈব ষাঁড়ের তো ঐশীশক্তি, তাই কৃষকরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাকে ধরে রাখতে পারছে না.....

৪০. "একজন বৃদ্ধ বলেছে, জমিদার তো মালিক, দৈব ষাঁড় হয়তো তারই কথা শুনবে.....

৪১. "তাই, আমি তাড়াতাড়ি আপনার কাছে এসেছি। চলুন, হুজুর, শীগগির নদীর পাড়ে চলুন।"

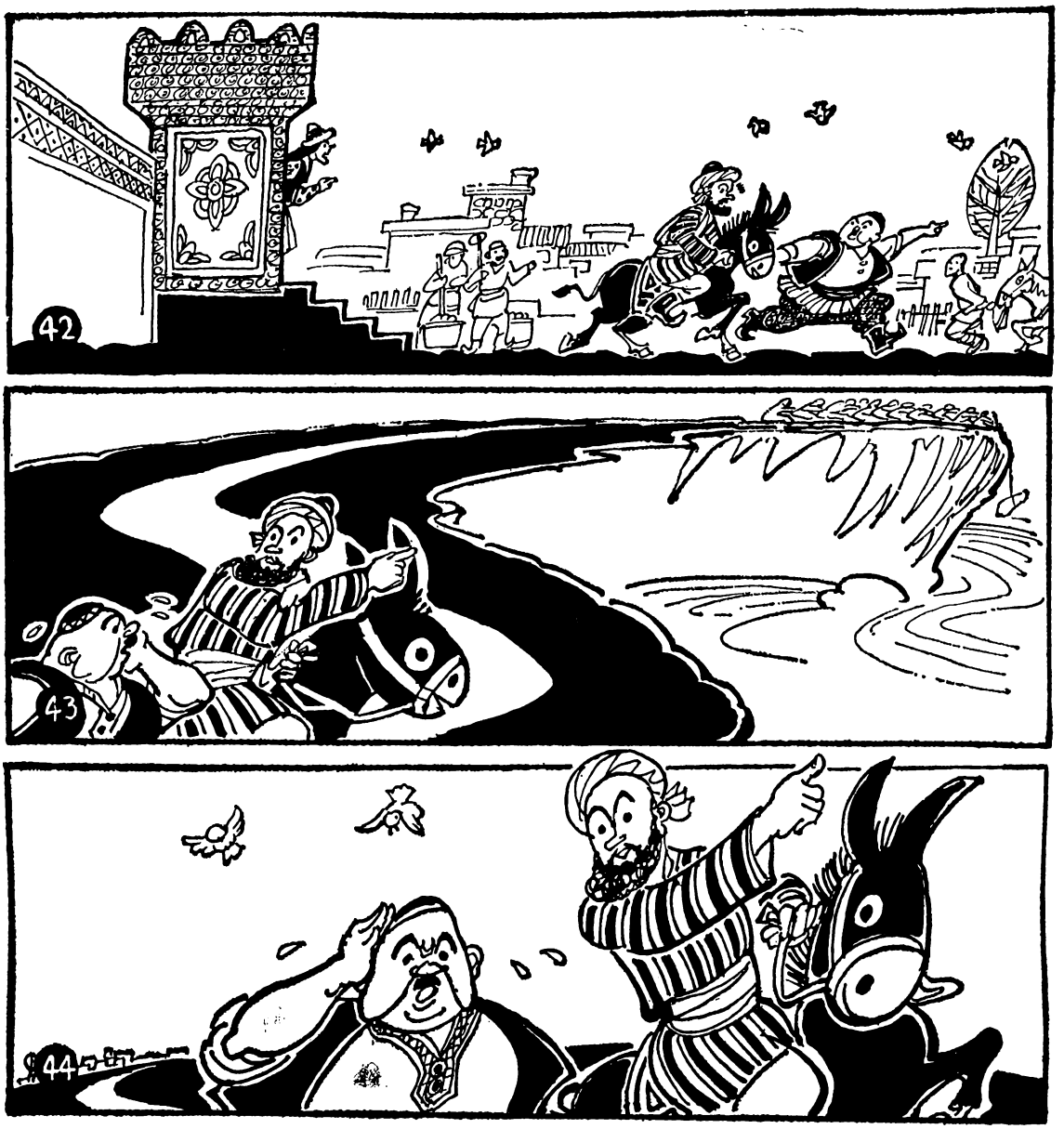

৪২. জমিদার হন্তদন্ত হয়ে আফান্দীর সঙ্গে নদীর পাড়ের দিকে ছুটল।

৪৩. জমিদার দূর থেকে দেখল, কৃষকরা একটি বিরাট জিনিষ টেনে ধরে রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

৪৪. আফান্দী সামনের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে জমিদারকে বলল, "হুজুর, দেখুন, কৃষকরা কেমন হাঁপিয়ে উঠেছে।"

৪৫. নদীর পাড়ের কাছাকাছি এসেই আফান্দী বলল, "ভাইসব, জোরে ধরে রাখো, হুজুর এসে গেছেন।"

৪৬. জমিদার মরীয়া হয়ে চীৎকার করতে করতে নদীর পাড়ের দিকে ছুটল।

৪৭. হঠাৎ "কট" করে দড়ি ছিঁড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট জিনিষটি নদীর মধ্যে ঝপাৎ করে পড়ে গেল.....

৪৮. জমিদার "এইয়্যা" বলে চীৎকার করে উঠল। ভয়ে তার চোখ কপালে উঠল।

৪৯. জমিদার ভাবল তার ষাঁড় বুঝি নদীর মধ্যে পড়ে গেল।

৫০. জমিদার নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে "আমার ষাঁড়, আমার ষাঁড়" বলে পাগলের মতো চীৎকার করতে লাগল। কিন্তু ষাঁড়ের ছায়াটিও সে দেখতে পেল না।

৫১. ষাঁড়ের শোকে জমিদার হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল।

৫২. কান্না থামিয়ে জমিদার রেগে কৃষকদের বলল, "আমার ষাঁড় হারিয়েছো, ক্ষতিপূরণ দাও!"

৫৩. আফান্দী বলল, "হুজুর, আপনি ভুল করছেন।"

৫৪. "কী ? আমি ভুল করছি ? ওরা আমার ষাঁড়কে জলে ফেলে মারলো , তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেবে না ?"

৫৫. আফান্দী জমিদারকে বলল , "হুজুর , আপনি কি স্বচক্ষে দেখলেন না যে কৃষকরা সর্বশক্তি দিয়ে ষাঁড়কে বাঁচাতে চেষ্টা করছে , আর আপনার ষাঁড় নিজেই দড়ি ছিঁড়ে নদীতে ঝাঁপ দিল ?"

৫৬. "কৃষকদের উদ্দেশ্য তো ভাল ছিল , ওদের কোন দোষ নেই। তবু কেন ক্ষতি-পূরণ চাইছেন ?"

৫৭. জমিদার হাত-পা ছুড়ে বলল, "সব বাজে কথা! পনের-কুড়ি জন লোক মিলে একটি ষাঁড়কে ধরে রাখতে পারল না?"

৫৮. "হুজুর, আপনি ভুলে গেছেন যে আপনার ষাঁড় একটি যেমন-তেমন ষাঁড় নয়, সেটি একটি দৈব ষাঁড়?" আফান্দী উত্তরে বলল।

৫৯. জমিদার আবার জিজ্ঞাসা করল, "ষাঁড়ের মেজাজ যখন বিগড়ে গেল তখন পনের-কুড়ি জন শক্তিশালী লোক তাকে ধরে রাখতে পারলো না?"

৬০. আফান্দী বলল, "হুজুর, আপনি বলেছিলেন না যে বহু সংখ্যক বড় ঘোড়া এবং কয়েক শ' পালোয়ান দিয়ে তবেই আপনি আপনার দৈব ষাঁড়কে বাড়ী এনেছিলেন?"

৬১. আফান্দী আরো বলল, "আপনার দৈব ষাঁড় যখন এতো শক্তিশালী ছিল তখন মাত্র পনের-কুড়ি জন লোক কি তাকে ধরে রাখতে পারত?"

৬২. "তা.....তা....." জমিদার আমতা আমতা করতে লাগল।

৬৩. জমিদার নিজের কলে নিজেই পড়েছে দেখে কৃষকরা মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

৬৪. নিরুপায় হয়ে জমিদার হায় হায় করতে করতে তার বাড়ির দিকে চলল।

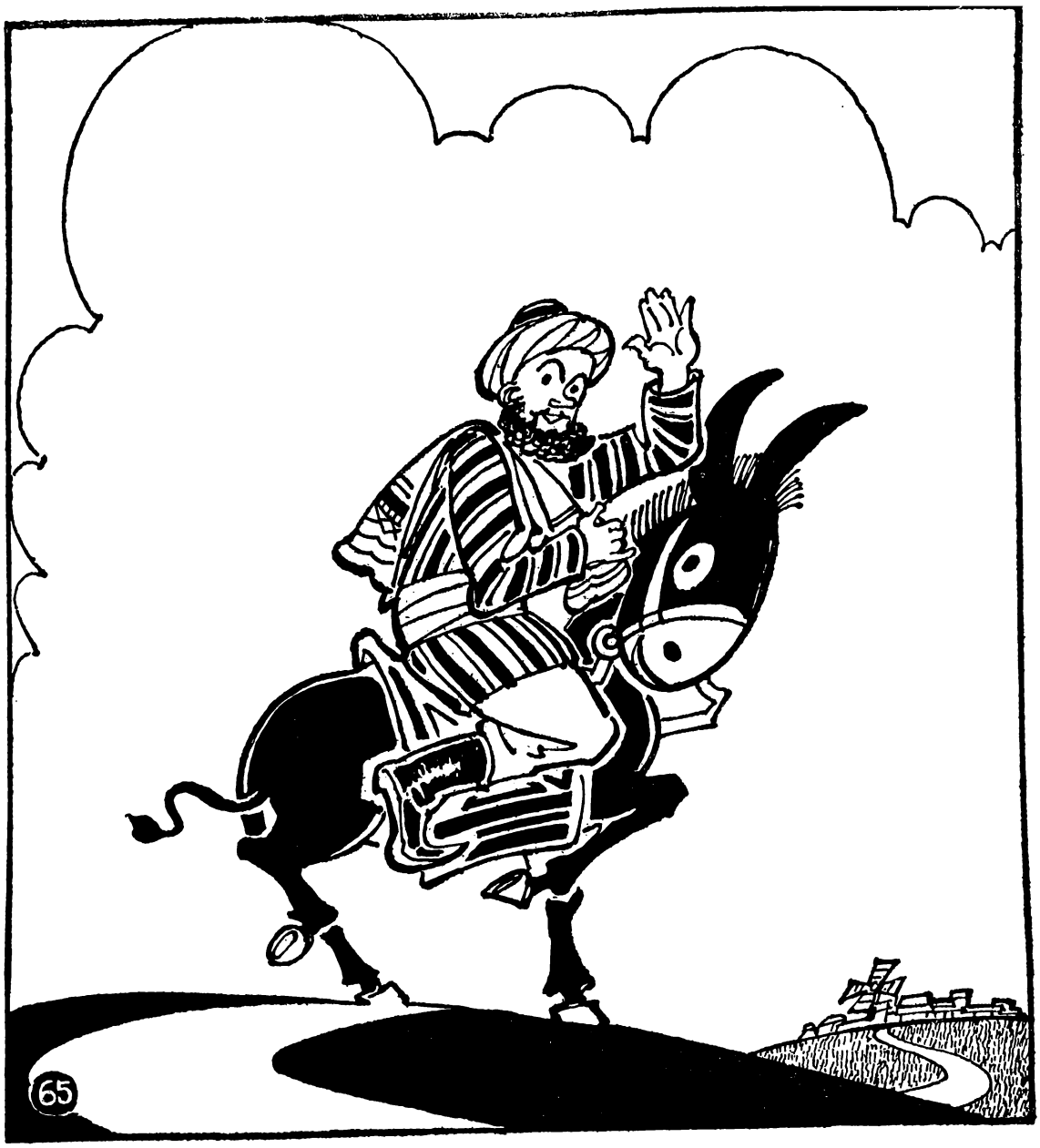

৬৫. এই ভাবে আফান্দী লোভী জমিদারকে জব্দ করে পরদিন কৃষকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার গাধায় চড়ে গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে চলল।

পালোয়ান

সম্পাদক : ইং চৌ

চিত্রকর : সুন খাইলি

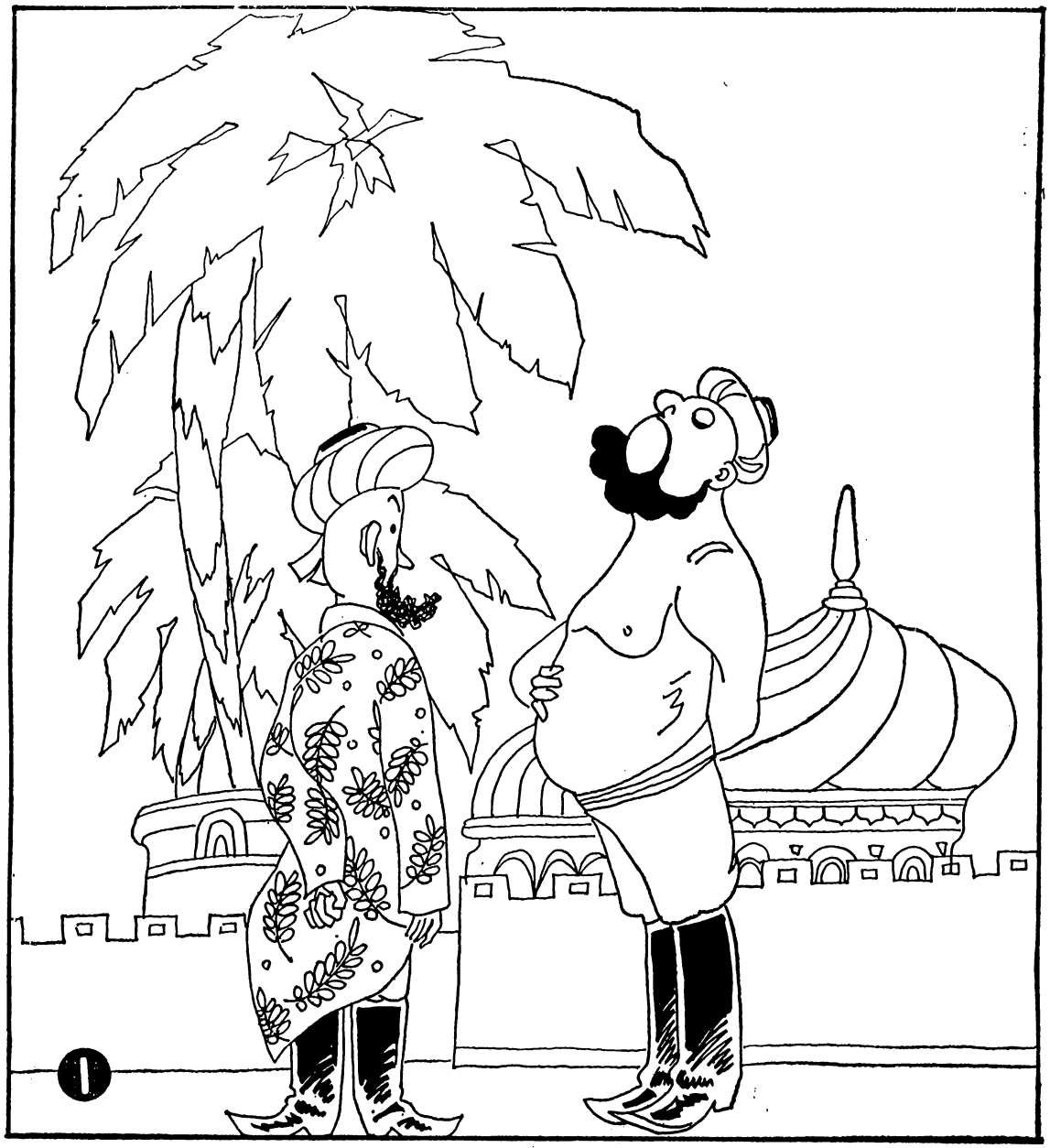

১. একজন লোক নিজকে "পালোয়ান" বলে পরিচয় দিত। একদিন, সে আফান্দীর বাড়ি এসে বলল, "আফান্দী, তুমি একজন খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তি, আর আমি একজন পালোয়ান। এসো, আমরা বন্ধু হই।"

২. আফান্দী লোকটির আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, "তোমার শক্তি কতখানি?" লোকটি নিজের বুক চাপড়ে ফলাও করে উত্তর দিল, "আফান্দী, আমি অনায়াসে আধ মন ওজনের পাথর একহাতে তুলে শহরের প্রাচীরের বাইরে থেকে শহরের ভিতরে ছুঁড়ে ফেলতে পারি।"

৩. আফান্দী বলল, "দোস্ত! আগেই অতো বড়াই কোরো না। এসো, প্রথমে তোমাকে আমি পরীক্ষা করে দেখি।" একথা বলে আফান্দী লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে তার পাঁচিল ঘেরা উঠানে এল।

৪. পালোয়ান দাম্ভিকের মতন বলল, "বলো, বলো! শিগ্‌গির বলো। তুমি আমার পরীক্ষা নাও, দ্যাখো আমি উত্তীর্ণ হতে পারি কি না।"

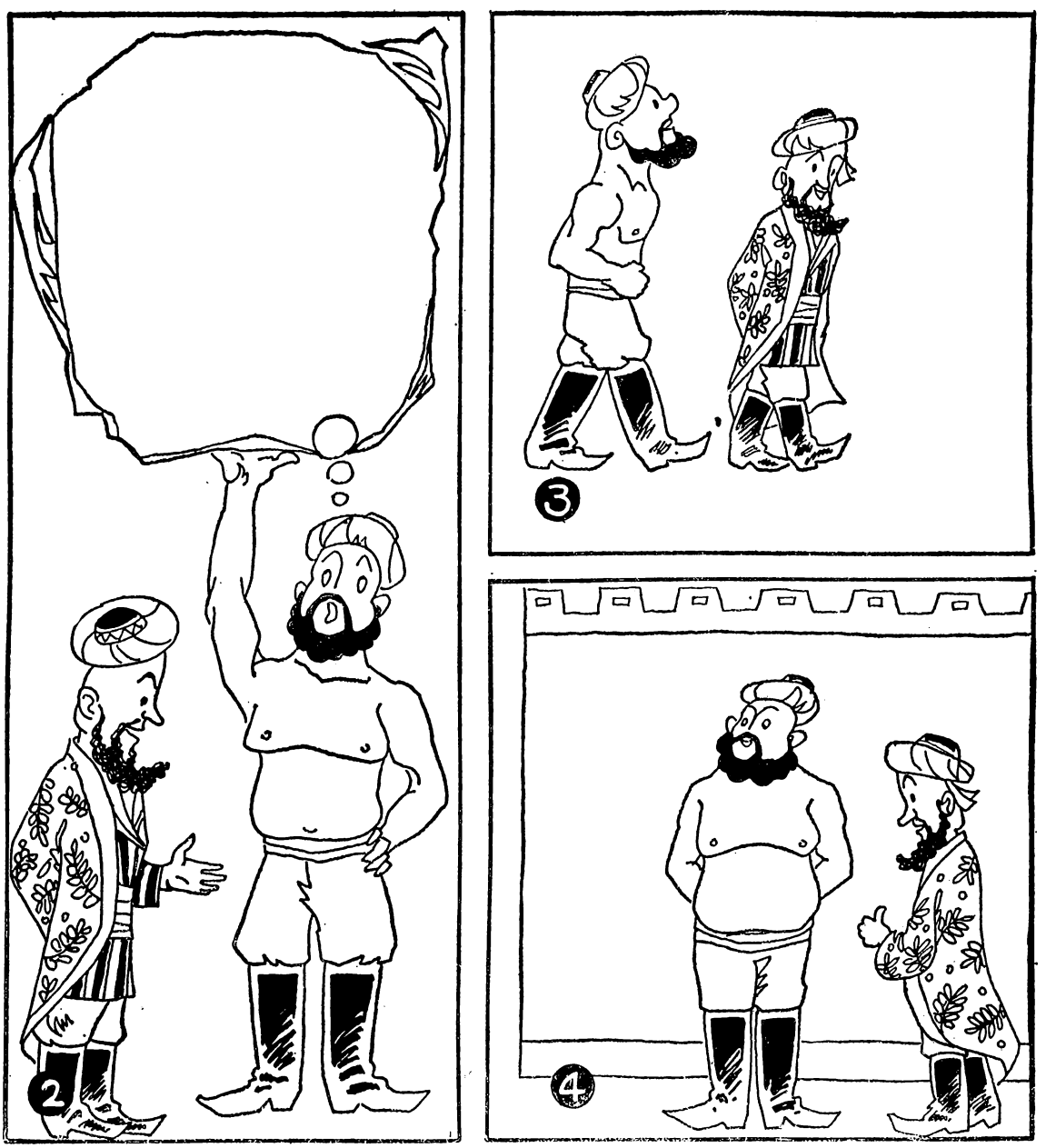

৫. "দোস্ত, ধৈর্য হারিও না। একটু বিনয়ী হও।" আফান্দী পকেট থেকে নিজের রুমাল বের করে লোকটির হাতে দিয়ে বলল, "এর ওজন এক ছটাকও হবে না। এটি তুমি উঠানে দাঁড়িয়ে একবারে পাঁচিলের বাইরে ছুঁড়ে ফেলো।"

৬. পালোয়ান খিল খিল করে হাসতে হাসতে বলল, "আফান্দী, তুমি আমাকে খেলো করছো? আচ্ছা দ্যাখো, রুমালটিকে আমি পাঁচিলের বাইরে ছুঁড়ে ফেললাম।" এ কথা বলেই সে রুমালকে পাঁচিলের বাইরের দিকে ছুঁড়ে ফেলল। হায়, রুমালটি পাঁচিলের বাইরে না গিয়ে উঠানের মধ্যেই পড়ল।

৭. আফান্দী পালোয়ানের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হাসতে থাকল এবং বলল, "এবারে দ্যাখো, আমি শুধু রুমালটিই বাইরে ছুঁড়ে ফেলব না তার সঙ্গে একটি ছোট পাথরও ছুঁড়ে ফেলবো।" এ কথা বলতে বলতে আফান্দী মাটি থেকে একখণ্ড ছোট পাথর তুলে রুমালের মধ্যে সেটিকে বেঁধে মুহূর্তের মধ্যে তা পাঁচিলের বাইরে ছুঁড়ে ফেলল।

৮. আফান্দী বলল, "তাহলে তুমি হেরে গেলে, কেমন?" পালোয়ানের মুখ-কান লাল হয়ে উঠল। সে আর কোন কথা না বলে ওখান থেকে পিট্টান দিল।

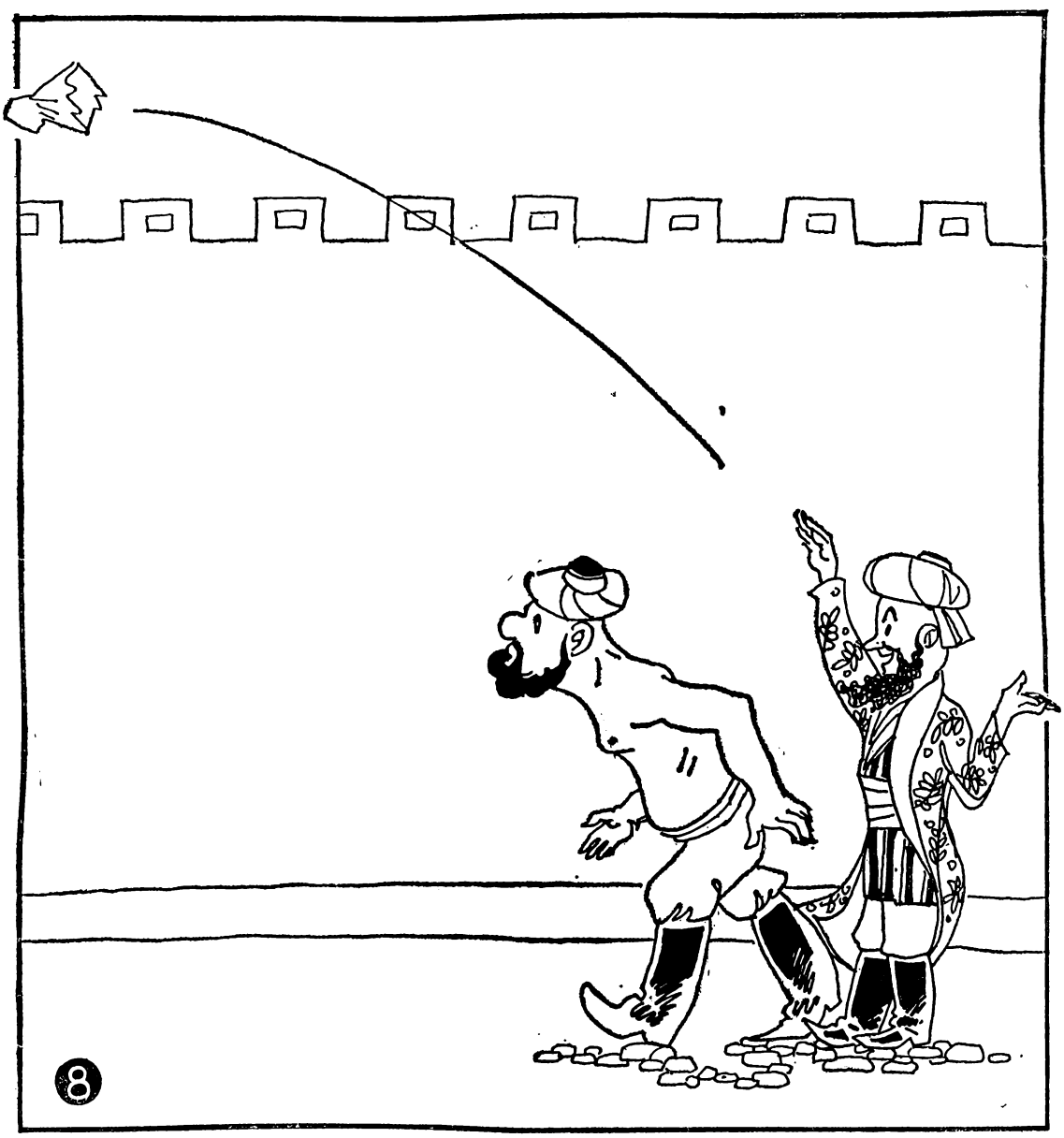

চিকিৎসার পারিশ্রমিক

সম্পাদক : চাং ফেংহে
চিত্রকর : লিউ তেচাং

১. চিকিৎসা বিদ্যায় আফান্দীর বেশ সুনাম ছিল। গ্রামবাসীরা সবাই তাকে ধন্বন্তরি বলে মানত।

২. একদিন এক মোটাসোটা জমিদার তার পরিচারককে সঙ্গে নিয়ে গোদা পা ফেলতে ফেলতে অনেক কষ্টে আফান্দীর কাছে এল।

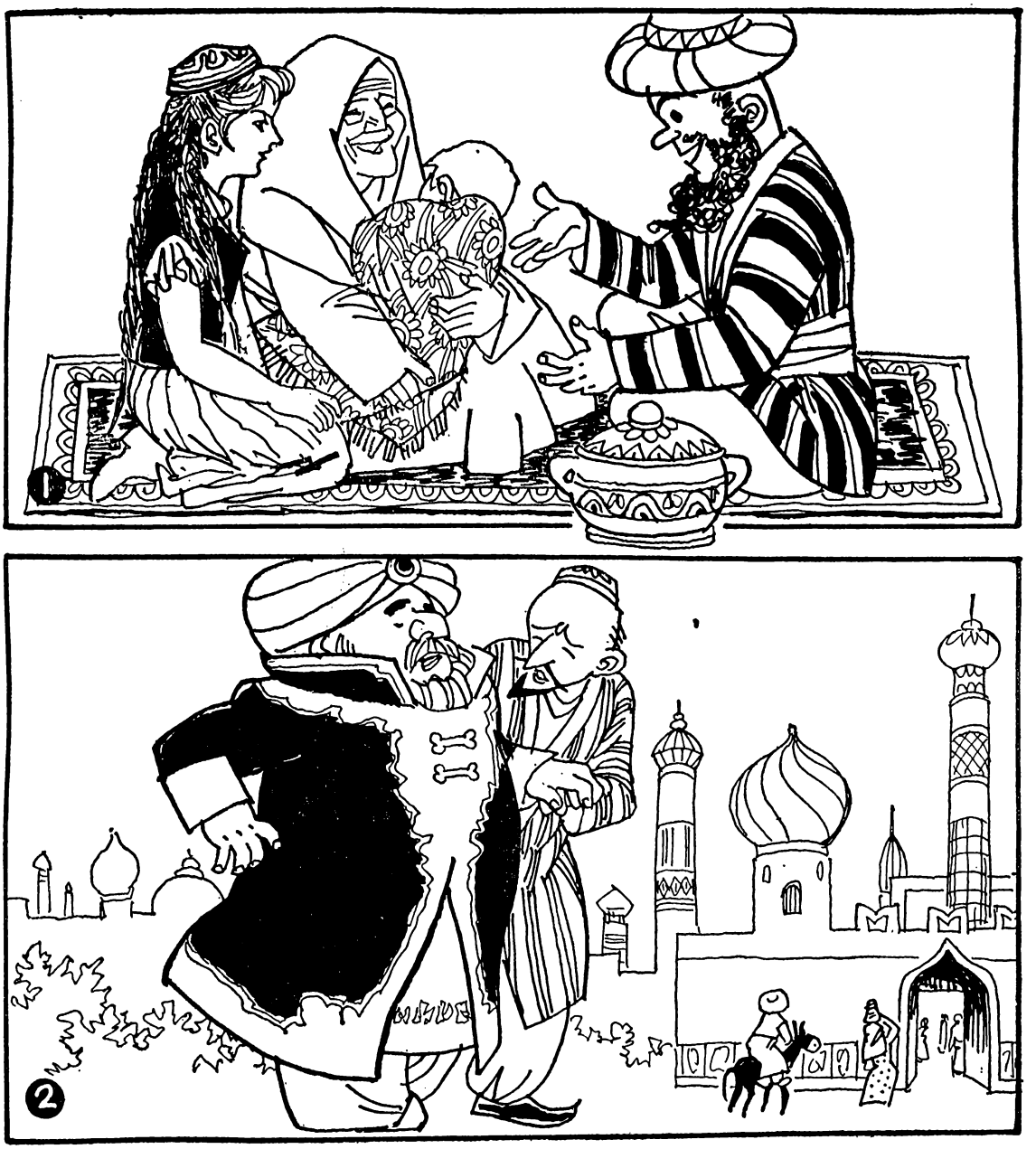

৩. জমিদার হাঁপাতে হাঁপাতে আফান্দীকে বলল, "আফান্দী, আমার মেদের রোগ হয়েছে। এই রোগ উপশম করার একটি ব্যবস্থাপত্র তুমি লিখে দিতে পারবে?"

৪. আফান্দী বেশ ভাল করে জমিদারের শরীর পরীক্ষা করে একটি ব্যবস্থাপত্র লিখে তা জমিদারের হাতে দিল। জমিদার ব্যবস্থাপত্রটি হাতে নিয়ে বাড়ীর দিকে চলল।

৫. পথে জমিদার ব্যবস্থাপত্র পড়ে দেখল তাতে লেখা রয়েছে: "আপনি পনের দিন পর মারা যাবেন।" এই অদ্ভুত ব্যবস্থাপত্র পড়ে জমিদার ভয়ে কাঁপতে লাগল এবং তাঁর সারা গা দিয়ে ঘাম ছুটতে থাকল।

৬. বিষণ্ণ মুখে ভারী পায়ে বাড়ী ফিরে এসে জমিদার শয্যা নিল।

৭. ভাবনা চিন্তায় জমিদারের মুখে ভাত ওঠে না। এক ফোঁটা চাও তার মুখে যায় না। শুধু একটু তরমুজ সে খেতে পারত। এমনি করে পনের দিন কেটে গেল। জমিদারের মেদবহুল দেহ কঙ্কালসার হল।

৮. একদিন, জমিদার কোনরকমে আফান্দীর বাড়ী এসে গজগজ করে বলল, "আফান্দী, তুমি আমাকে ঠকিয়েছো। তুমি বলেছিলে পনের দিন পর আমি মারা যাবো। তাই যদি হতো তাহলে এখন আমি কেমন করে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি?"

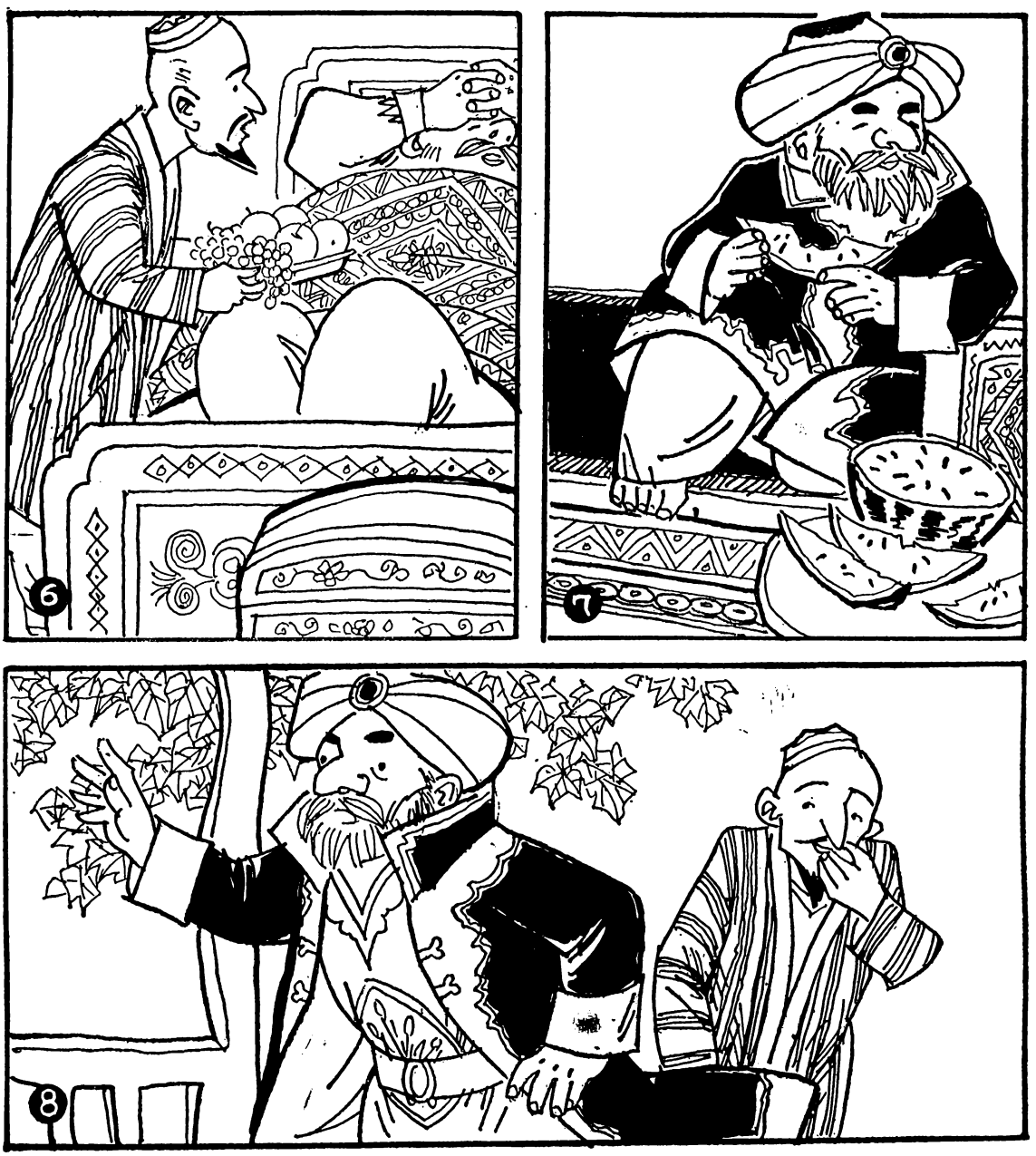

৯. আফান্দী অনেকক্ষণ হো হো করে হাসল। জমিদার ভীষণ রেগে মাটিতে বসে পড়ল।

১০. আফান্দী গম্ভীর হয়ে বলল, "মেজাজ দেখাবেন না। আমার ব্যবস্থাপত্র কি আপনার মেদরোগ সারিয়ে দিলো না? এবার শিগ্‌গির আমার চিকিৎসার পারিশ্রমিক দিয়ে দিন!"

সুন্দর পোষাককেই খাওয়াচ্ছি

সম্পাদক : চাং ফেংহে

চিত্রকর : লিউ তেচাং

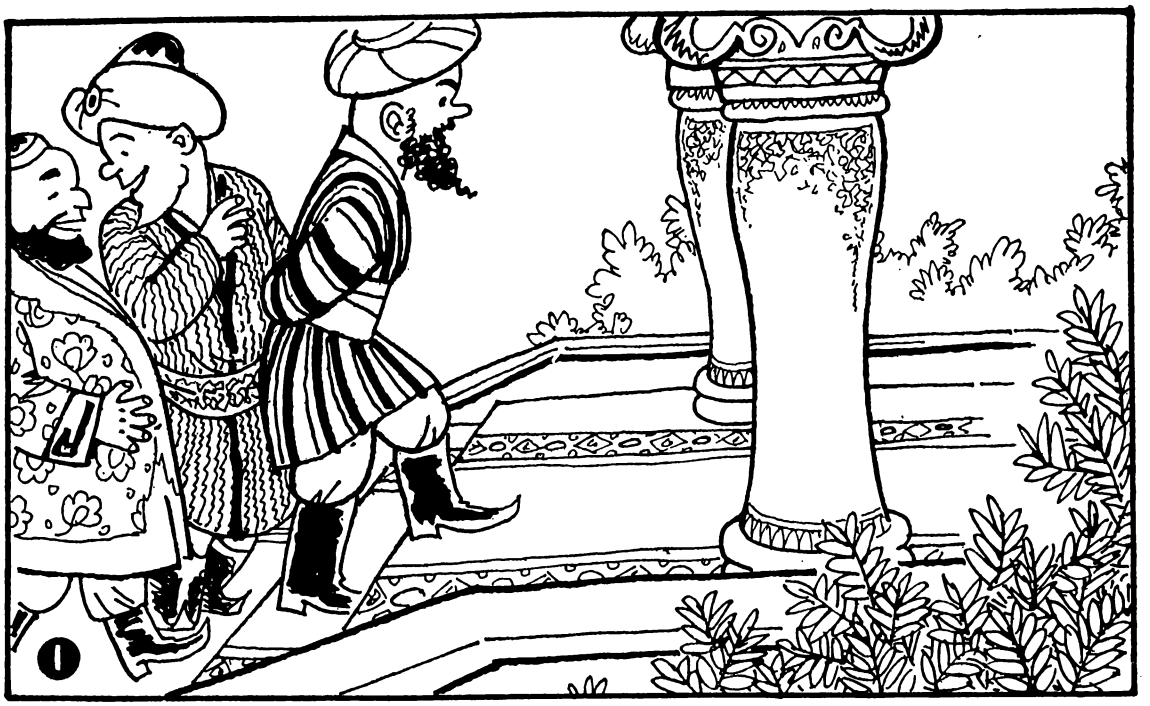

১. একদিন , আফান্দীর এক বন্ধু একটি ভোজসভার আয়োজন করল এবং আফান্দীকে নিমন্ত্রণ করল। আফান্দী ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে বন্ধুর ভোজসভায় যোগদান করতে এল।

২. আফান্দীকে দেখে তার বন্ধুর মুখ ম্লান হয়ে গেল। সে ভাবল যে লোকে তাকে গরিবের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে বিদ্রূপ করবে এবং তাতে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। তাই সে আফান্দীকে তার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল।

৩. আফান্দী বাড়ী ফিরে এসে একটি নতুন পোষাক পরে আবার তার বন্ধুর বাড়ীতে এল। এবারে আফান্দীকে ফিটফাট পোষাক পরা দেখে তার বন্ধু সাদরে অভিনন্দন জানিয়ে তাকে অতিথিদের সঙ্গে বসতে বলল।

৪. বন্ধু আফান্দীকে প্রধান অতিথির আসনে বসতে অনুরোধ করল এবং টেবিলের ওপর রাখা খাবারগুলি দেখিয়ে বলল, "ভাই, এবার খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে আজ্ঞা হোক।"

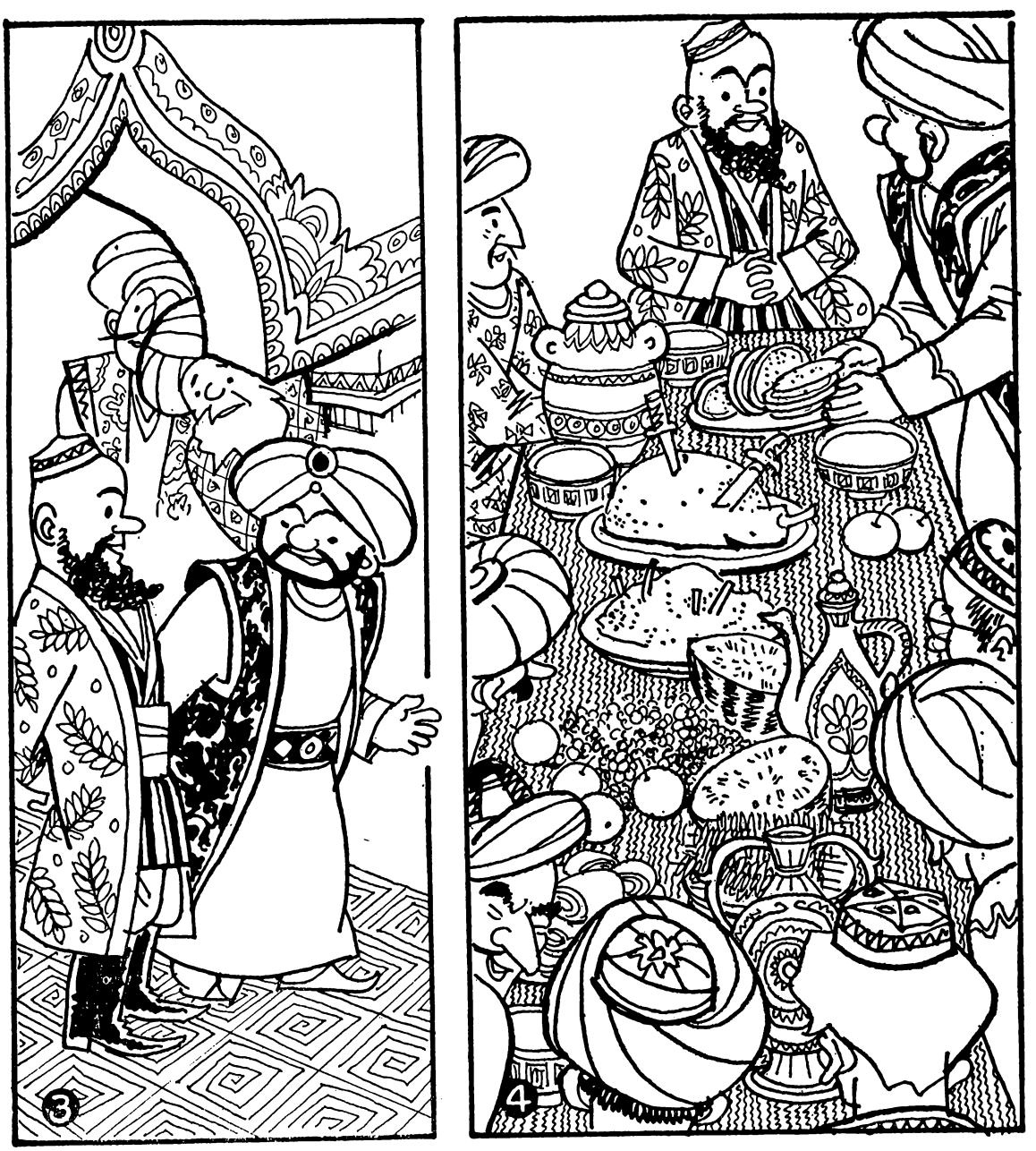

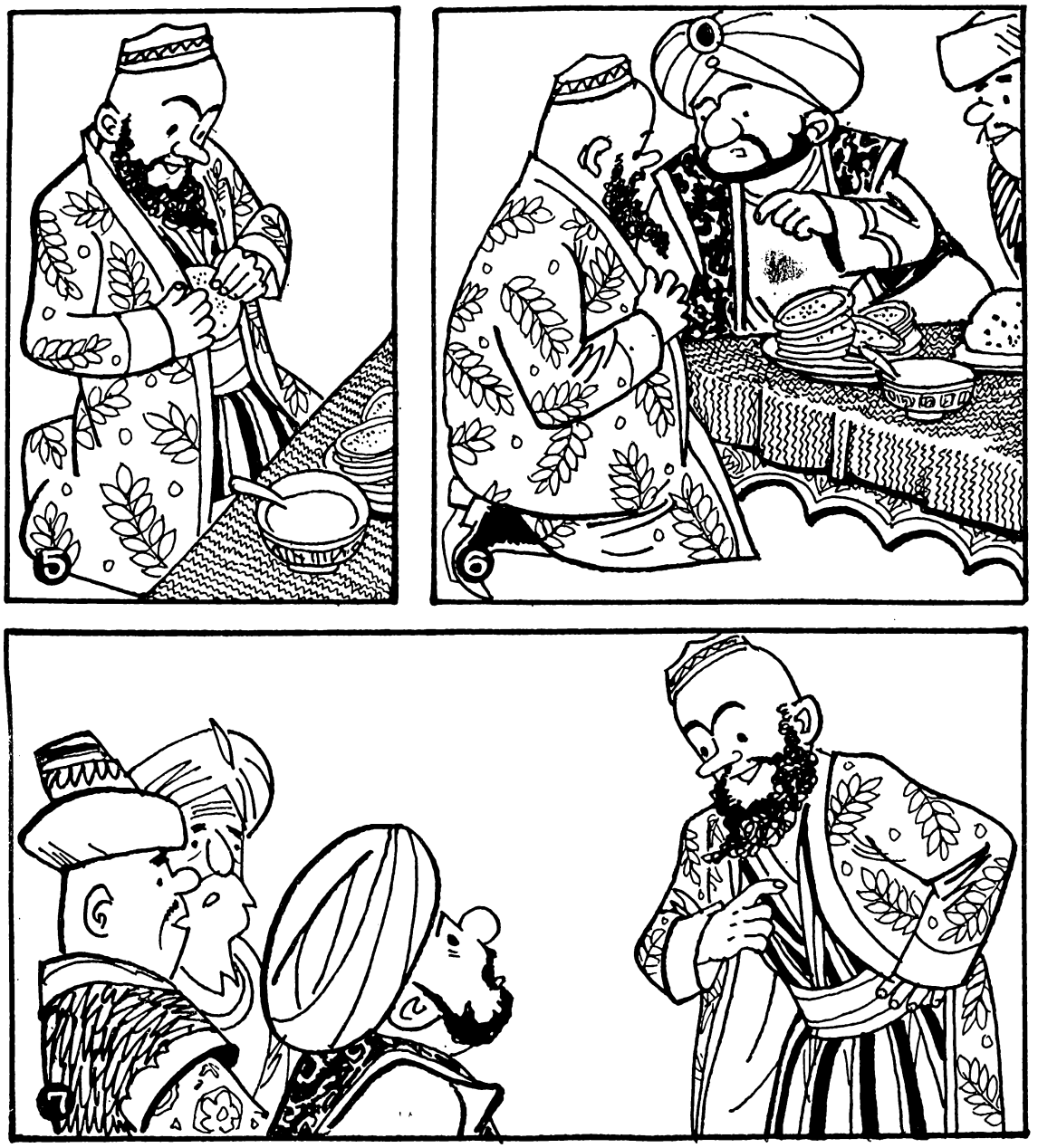

৫. আফান্দী তার বন্ধুর ভদ্রতা উপেক্ষা করে খাবারগুলো তার জামার পকেটের মধ্যে রাখতে রাখতে বলল, "খাও! আমার নূতন পোষাক, যেমন ইচ্ছা খাও।"

৬. আফান্দীর কাণ্ড দেখে তার বন্ধু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ভাই আফান্দী, তুমি এ কি করছো?"

৭. আফান্দী তার ঘাড় হেলিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "বন্ধু, যাকে তুমি সম্মান দেখালে আমি সেই সুন্দর পোষাককেই খাওয়াচ্ছি।"

আমি যেন দিলাম

সম্পাদক : ইং চৌ

চিত্রকর : লিউ তেচাং

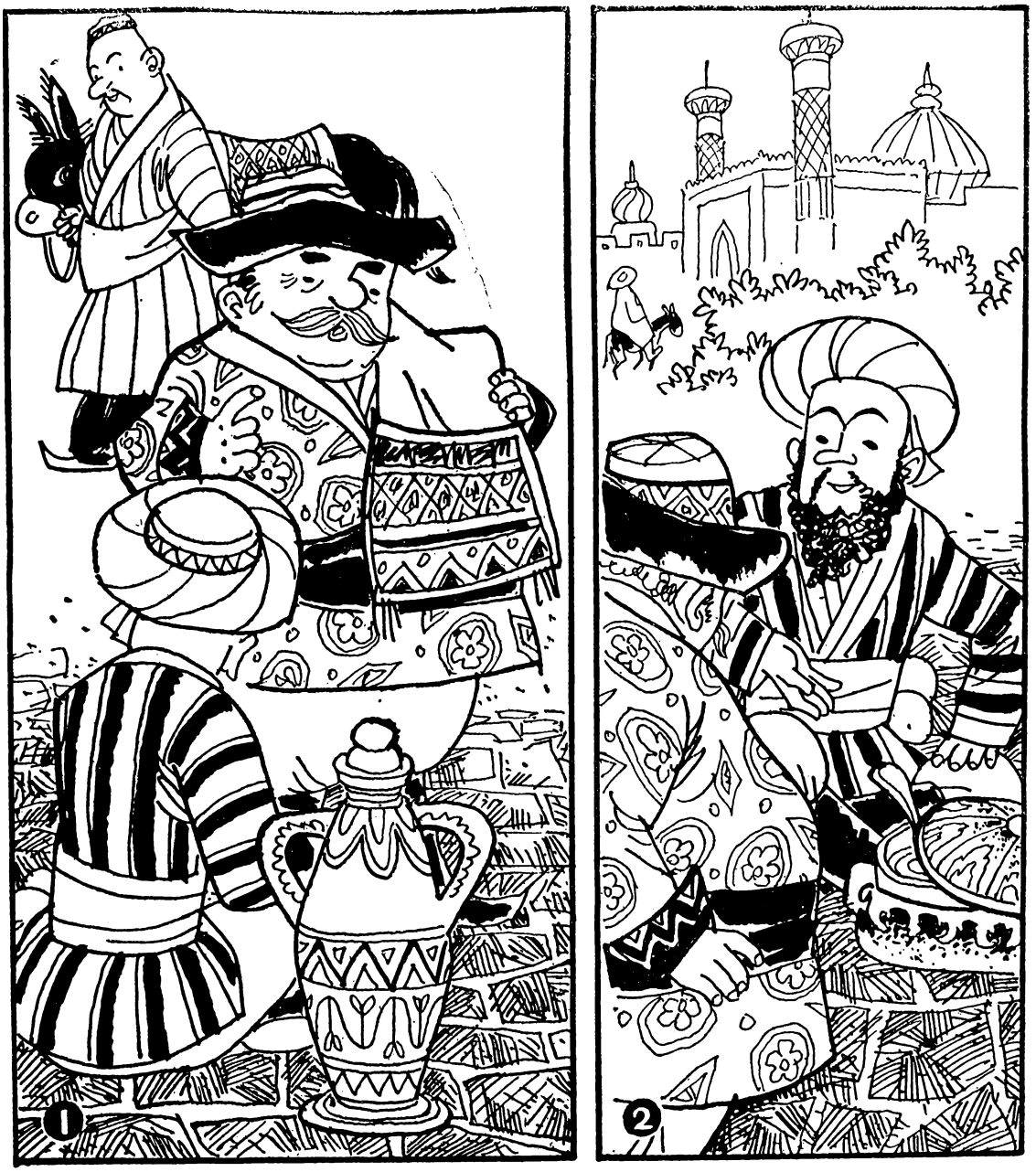

১. একদিন আফান্দী হাটে বসে মধু বিক্রী করছিল। এক গাবদা-গোবদা চেহারার জমিদার হেলে-দুলে সেখানে এসে অবজ্ঞার সুরে আফান্দীকে জিজ্ঞেস করল, "কি হে, তোমার মধু মিষ্টি হবে তো? খেতে ভালো লাগবে?"

২. আফান্দীও তাকে বেশী পাত্তা না দিয়ে বলল, "মধু তো মিষ্টি হবারই কথা, ইচ্ছে হলে একটু কিনে চেখে দেখতে পারেন।"

৩ জমিদার বলল, "এক বাটি মধু বিক্রী করবে?" আফান্দী হেসে বলল, "এক বাটি কেন, দু বাটিও কিনতে পারেন, আপনার যা ইচ্ছা।"

৪. জমিদার বলল, "ঠিক আছে, এক বাটি মধু আমার এই পাত্রে ঢেলে দাও।" এ কথা বলে সে একটি খালি বাটি আফান্দীকে দিল।

৫. আফান্দী পুরো এক বাটি মধু জমিদারকে দিলে জমিদার তা হাতে নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হল।

৬. জমিদারকে চলে যেতে দেখে আফান্দী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে জমিদারের কোমরবন্ধ টেনে ধরে বলল, "আপনি মধুর দাম দেন নি তো?"

৭. জমিদার আমতা আমতা করে বলল, "আমি যেন তোমাকে দশ টাকা দিলাম।"

৮. আফান্দী ঝট করে জমিদারের হাত থেকে বাটিটি কেড়ে নিয়ে সব মধু নিজের পাত্রে ঢালতে ঢালতে বলল, "সরে পড়ুন, আমি যেন আপনাকে এক বাটি মধু দিলাম।"

阿凡提故事
神　牛
马·超　英　洲　张凤禾　改编
马　超　孙开里　刘德璋　绘画
*
外文出版社出版
（中国北京百万庄路24号）
外文印刷厂印刷
中国国际图书贸易总公司
（中国国际书店）发行
北京399信箱
1987年（16开）第一版
编号：（孟）8050--2631
00350
88—Bc—316P

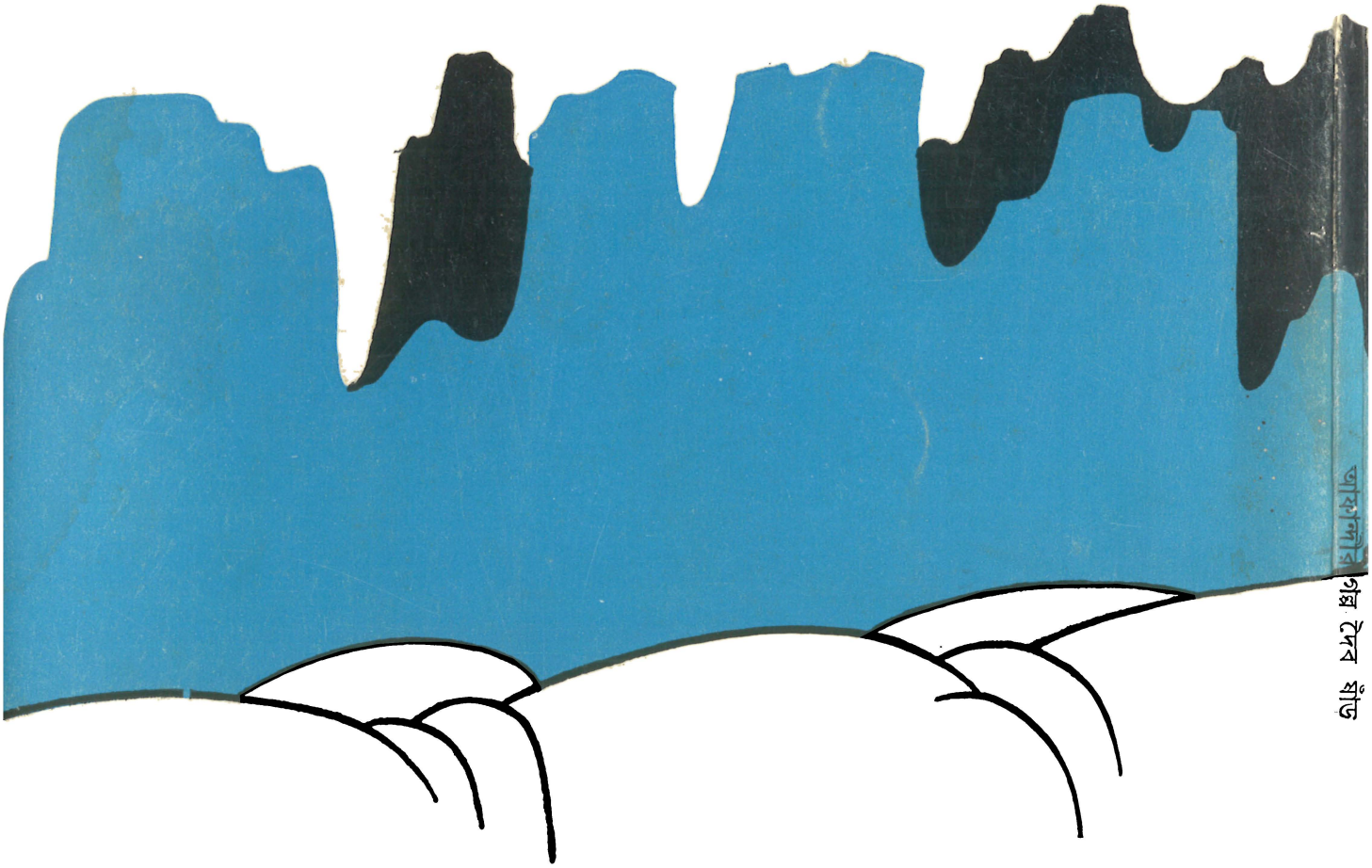

দৈব ষাঁড়

আফান্দী সম্পর্কে গল্পের সংখ্যা প্রচুর। বর্তমান পুস্তিকাতে ''দৈব ষাঁড়'' , ''পালোয়ান'', ''চিকিৎসার পারিশ্রমিক'' , ''সুন্দর পোষাককেই খাওয়াচ্ছি'' ও ''আমি যেন দিলাম'' পাঁচটি গল্প চিত্রের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পগুলি ছোট হলেও রসিকতায় ভরা। এই পুস্তিকার ছবিগুলি এঁকেছেন চীনের বিখ্যাত কয়েকজন কার্টুন শিল্পী।